দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

প্রান্ত থেকে

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা প্রকাশকাল নভেম্বর ২০২২

[মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮২ সালে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংস্থা ত্রাণ পূনর্বাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ কর্মসংস্থান ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি এ সংস্থা বিগত দুই দশক ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রায় ৫০,০০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার পাবে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও লিঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে]

স্থানীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তিই সুরক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায়

স্থানীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তিই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারে। বৃটিশ ভারতে বন্দর ও যুদ্ধজাহাজ রক্ষার জন্য যে সতর্ক সংকেত দেয়া হতো, সেই সতর্ক সংকেত দিয়ে এখনও ঘূর্ণিঝড়ের সর্তক বার্তা দেয়া হচ্ছে। ভাষাও সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। সাধারণ মানুষের জন্য যে তথ্য দেয়া হবে সেটা সাধারণ মানুষের বোঝার মতো করেই দিতে হবে। গত ২৫ অক্টোবর ২০২২ ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং নিয়ে এটিএন নিউজের 'সিত্রাং মোকাবেলা' শীর্ষক আলোচনায় দুর্যোগের আগাম প্রস্তুতি ও সর্তক সংকেত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম এ তথ্য দেন।

তিনি বলেন, সিত্রাং উপকূলে আঘাত হানার সময় হাতিয়া দ্বীপের আবহাওয়া পরিস্থিতি খুবই নাজুক ছিল। যদিও পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে কিন্তু মানুষ এসব আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চায় না। বেশিরভাগ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগি হয়ে রয়েছে বহুদিন ধরে। তিনি কমিউনিটিভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব করেন। যেগুলো স্বাভাবিক সময়ে স্থানীয় মানুষ নিজেদের সকল সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে পারবে। এইসব কেন্দ্রে তথ্য ও সেবা দুটোই সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য করতে হবে। এসব কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনাও গ্রামের মানুষের হাতে থাকবে। তাহলে মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী হবে।

তিনি আরও বলেন, ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর বিপদ সংকেত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এর কারণ হিসেবে রফিকুল আলম বলেন , বৃটিশ ভারতে প্রচলিত সিগনাল বা সংকেতগুলোকে সময়োপযোগি করতে হবে। যেনো মানুষ সংকেত শুনে বিভ্রান্ত না হয় এবং বুঝতে পারে হাতিয়া

দ্বীপে এখন ঠিক কোন সংকেত চলছে। তিনি এলাকাভিত্তিক সংবাদ প্রদানে প্রতিবেশী দেশের উদাহরণ দিয়ে বলেন, আমাদের দেশেও জেলাভিত্তিক আবহাওয়া সংবাদ প্রচার করা উচিত। সারাবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় না। দুর্যোগের সময়গুলোকে বিবেচনা করে স্থানীয় প্রশাসনের প্রস্তুতি থাকলে ক্ষয়ক্ষতি অনেক ক্ষেত্রেই কমানো সম্ভব। প্রশাসনের পাশাপাশি বাড়ি পর্যায়েও প্রস্তুতি গ্রহণ প্রয়োজন।

সিত্রাং আঘাত হানার সময় হাতিয়া দ্বীপে নেটওয়ার্ক ছিলো না। মোবাইল কমিউনিকেশন বন্ধ থাকায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কমিউনিটি রেডিও 'রেডিও সাগরদ্বীপ' এর সম্প্রচার অব্যাহত ছিল। রেডিও সাগরদ্বীপ এ সময়ে দুর্যোগের আগাম প্রস্তুতি ও আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়াকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ বুলেটিন ও অনুষ্ঠান প্রচার করেছে নিয়মিতভাবে। ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং উপকূলে আঘাত হানার প্রাক্কালে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যগণ হাতিয়ায় অবস্থান করছিলেন এবং তাদের নেতৃত্বে সংস্থার কর্মী ও ভলান্টিয়ারসহ একটি দল ঘূর্ণিঝড় মোকবেলা ও ত্রাণ তৎপরতার জন্য প্রস্তুত ছিল।

কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা পেল ফারিয়া।

ফারিয়া (১৪) হাতিয়া দ্বীপের একটি বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। বড় হয়ে শিক্ষক হতে চায় সে। অভাবের সংসার, অনেকগুলো ভাইবোন। দিনমজুর বাবার একার আয়ে সংসার চলে। তাই ব্যয় কমানোর জন্য বাবা মা ফারিয়ার লেখাপড়া বন্ধ করে বিয়ের আয়োজন করে।

বিয়ের খবর পেয়ে হাতিয়া ১নং ওয়ার্ডের কিশোরী ক্লাবের সভাপতি তামান্না ও অন্য সদস্যরা ফারিয়ার বাড়িতে ছুটে যায়। প্রথম অবস্থায় তারা ফারিয়ার সাথে কথা বলে। ফারিয়া জানায় সে বিয়ে করতে চায় না , সে স্কুলে যেতে চায় , বন্ধু, সহপাঠিদের সাথে খেলতে চায় এবং ভবিষ্যতে আরও লেখাপড়া করে নিজের এবং পরিবারের দায়িত্ব নিতে চায়। এরপর তামান্না ও অন্য সদস্যরা ফারিয়ার বাবা মায়ের সাথে কথা বলে, বাল্য বিবাহের ক্ষতিকর দিক ও ফারিয়ার লেখাপড়ার সকল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে। কিন্তু তারা ফারিয়ার বাবা-মাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়।

হাল ছেড়ে না দিয়ে তামান্না ও তার বন্ধুরা দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কিশোর-কিশোরী কর্মসূচি সমন্বয়কারী আফছার হোসেনকে জানান। আফসার হোসেনের সহযোগিতা ও পরামর্শে ও স্থানীয় গণ্যমান্যদের সাথে নিয়ে তারা ফারিয়ার বাবা মায়ের সাথে কথা বলে। তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে ফারিয়ার বিয়ে বন্ধ হয়।

এখানেই তারা থেমে থাকেনি। বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক ও লেখাপড়া করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য তারা কর্মসূচি পালন করে। কার্ড ও পোষ্টার হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা। বাল্যবিবাহ বিরোধী কর্মসূচি পালন করে তারা স্থানীয় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার প্রক্রিয়া চলমান রেখেছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ অনুযায়ি ১৮ বছরের নিচে কাউকে বিয়ে দেয়া যাবে না। বিশেষ কারণে বিয়ে দিতে হলে আদালতের অনুমতি নেওয়ার বিশেষ বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে আদালতে আবেদন করতে হয়।

বাংলাদেশের সমাজে আবহমান কাল থেকেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত। এর আইনী দিকে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না অভিভাবকরা। তার উপরে দারিদ্র, অশিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে মেয়ে শিশুকে পরিবারের বোঝা মনে করেন। বাবা মা মেয়ে শিশুকে বাল্যবিবাহ দিয়ে হাত-পা ঝাড়া হতে চায়। তাই বাস্তবে বয়স বাড়িয়ে বাল্যবিবাহ দেয়া হয়। যদিও বাল্যবিবাহ বন্ধে সামাজিক উদ্যোগ, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ রয়েছে তবুও তা এ সামাজিক ব্যাধি দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়।

২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের লক্ষ্য রয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধে তিনটি কাজ করতে হবে। সেগুলো হলো: আইনগুলো স্পষ্ট করা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি শক্তিশালী করা, সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় মানুষকে সচেতন করা ও বাল্যবিবাহের শিকার নারীদের এই কাজে যুক্ত করা। এই পদক্ষেপগুলো শক্তিশালী হলে আমরা একদিন একটি বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়তে পারবো।

কৈশোর কর্মসূচির পরিচিতি সভায় বক্তারা

কিশোর কিশোরীরা শুধু দেশের ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমানও

সমাজে অবক্ষয় রোধ, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ চর্চা, মানবিক চেতনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরিতে এ প্রজন্মের সন্তানদের সম্পৃক্ত করতে এই কিশোর-কিশোরী ক্লাব কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মেধা, মননের চর্চা ও বিকশিত হয়ে এগিয়ে যাক আমাদের আগামী প্রজন্ম। গত ২৯ অক্টোবর ২০২২ দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'কৈশোর কর্মসূচি'র পরিচিতি সভায় বক্তারা কিশোর কিশোরীদের প্রতি এ আহ্বান জানান।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, তাল গাছ লাগানো, রক্তদান কর্মসূচি, চক্ষুশিবির, টিকাদান, কোভিডকালীন স্বাস্থ্য সেবা ও ত্রাণ বিতরণ সবখানেই ছুটছে এই উদ্দীপ্ত, কিশোর কিশোরীরা। তাদের হাতে হাতে ইন্টারনেট, সমস্ত পৃথিবী হাতের মুঠোয় আর চোখে সবকিছু বদলে দেয়ার স্বপ্ন। এই কিশোর কিশোরীরা আগামী দিনে দেশের দায়িত্ব নেবে।

হাতিয়া উপজেলার তৃণমূল পর্যায়ে এমন ২১৬টি ক্লাব রয়েছে। যেখানে কিশোর কিশোরীরা নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতে নিজেদের দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তৈরি করছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এই উপজেলার কিশোর-কিশোরীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, দেশ, সমাজ ও নারীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির জন্য এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

হাতিয়া দ্বীপে এই প্রথম এমন একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রায় শতাধিক কিশোর কিশোরী এই সভায় অংশগ্রহণ করে। দিনব্যাপী এ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সরকারি মাস্টার ট্রেইনার মনোয়ারা হক জলি ও শিমুল রানী দাস এবং সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

তালগাছে প্রকৃতি সাজাই জীবন বাঁচাই

পথের দু'ধারে সারি সারি তালগাছ আর তাতে বাবুই পাখির বাসা ঝুলছে। ছবিটি ভাবলে শান্ত, ছায়াঘেরা একটা পথ চোখে ভাসে। কিন্তু সম্প্রতি দেশে বাবলা, মেহগনি আর ইউক্যালিপটাসসহ বিদেশি গাছ সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে। তালগাছ প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায় পথে।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার 'কৈশোর কর্মসূচির' আওতায় ক্লাবভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। তারা সম্প্রতি তালের বীজ বপন করেছেন রাস্তার দু'ধারে। গত ১৫ই আগস্ট, ২০২২ জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে তারা এ কর্মসূচি পালন করে। এ কর্মসূচি পালনের জন্য সেকু মার্কেট কিশোর ক্লাবের সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালের বীজ সংগ্রহ করেন। বীজ সংগ্রহের পর তারা স্থানীয় মানুষের সহায়তায় সেকু মার্কেট, চর কৈলাশ ও তমরুদ্দি ঘাট এলাকায় ৩৬৫ টি তালের বীজ রোপন করেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তালগাছ বজ্রপাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। তালগাছে কার্বনের স্তর বেশি থাকায় তা বজ্রপাত নিরোধে সহায়তা করে। কারণ, তালগাছের বাকলে পুরু কার্বনের স্তর থাকে। তালগাছের উচ্চতা ও গঠনগত দিক থেকেও বজ্রপাত নিরোধে সহায়ক। প্রকৃতি দিয়েই প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে। তালগাছ লাগানোর উদ্যোগকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।

আমরা সবাই জানি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সাম্প্রতিককালে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বেড়েছে। যার প্রভাবে বজ্রপাতও বেড়েছে। আকস্মিক সেই বজ্রপাতে গ্রামাঞ্চলে যারা ক্ষেতখামারে কাজ করতে কিংবা খাল-বিলে মাছ ধরতে যান তাঁদের মৃত্যুও বেড়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ২০২১ সালে বজ্রপাতে অন্তত ৩৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছরে ২০২২ সালের ৩ মে পর্যন্ত বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৩৫।

ক্লাবের সদস্য হাতিয়া ডিগ্রী কলেজের প্রথম বর্ষর ছাত্র বায়েজিদ জানান, চলতি বছর হাতিয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক এবং মহাসড়কের পাশে তারা ২ হাজার তালবীজ রোপণের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছেন। রোপণ করা গাছের মালিকানা সড়কসংলগ্ন জমি বা বসতবাড়ির মালিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে স্থানীয় গ্রামবাসীও তালবীজ রোপণ কর্মসূচি নিয়ে বেশ উৎফুল্ল।

রেডিও সাগরদ্বীপ

“আঙ্গো রেডিও আঙ্গো কতা কয়’

হাতিয়া দ্বীপের একমাত্র কমিউনিটি রেডিও, রেডিও সাগর দ্বীপ। সপ্তাহে ৬ দিন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও ১দিন গীতা পাঠের মাধ্যমে রেডিও সাগরদ্বীপের অনুষ্ঠান শুরু হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরপরই সুপ্রভাত হাতিয়া অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হয় দিনের সম্প্রচার। তারপর দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে আছে----

- উদ্বোধনী ঘোষণা ঃ সকাল-১০.০০ টা
- সুপ্রভাত হাতিয়া ঃ সকাল-১০.১৫ টা
- জাগো বাংলাদেশ ঃ সকাল-১০.২৫ টা
- দেশ-বিদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনা ঃ সকাল- ১০.৩৫ টা
- স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান- ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুনঃ সকাল- ১০.৪৫ টা
- রবীন্দ্র সংগীত অনুষ্ঠান - একটুকু ছোঁয়া লাগে ঃ সকাল- ১১.১০ টা
- কবিতা ও গান নিয়ে অনুষ্ঠান - ধ্রুবতারা ঃ সকাল ১১.২৫ টা
- কথিকা + গান ঃ সকাল ১১.৫৫ টা
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের নিয়ে অনুষ্ঠান-মানুষের জন্য ঃ দুপুর-১২:৫০মি
- দুর্যোগ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ঃ দুপুর-১.২৫মি.
- রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান-আমাদের রান্নাঘর ঃ দুপুর ১.৪৫ টা
- জনস্বার্থে বিজ্ঞপ্তি ঃ দুপুর ১.৫৫ টা
- বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ (সরাসরি) ঃ দুপুর ২.০০ টা
- ছায়াছবির গান নিয়ে অনুষ্ঠান-গানে গানে কিছুক্ষণঃ দুপুর ২.০৫ টা
- কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান- সুফলা হাতিয়া ঃ দুপুর ২.৩০ টা
- রবীন্দ্র সংগীত অনুষ্ঠান - একটুকু ছোঁয়া লাগে ঃ দুপুর ২.৫০ টা
- আজকের সংবাদ ঃ বিকেল- ৩.০০ টা
- শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান - ঘরে বসে শিখি ঃ বিকেল- ৩.২০ টা
- অনুরোধের আসর “ভুলে গেছি খুঁজে পেয়েছি” ঃ বিকেল- ৪.০০ টা
- স্থানীয়, জাতীয়সহ আন্তর্জাতিক খবরসমূহ ঃ বিকেল- ৪.২০ টা
- স্থানীয়, আবহাওয়া ও যাতায়াত সংবাদ ঃ বিকেল ৫.০০ টা
- পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত এবং আজকের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষনা এবং আগামীদিনের অধিবেশন সময়সূচি ঃ বিকেল ৫.১০ টা

সবসময় থাকুন রেডিও সাগর দ্বীপের সাথে। দ্বীপের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানুন ও আপনার মতামত দিন। আপনার সুচিন্তিত মতামত ও মূল্যবান পরামর্শ রেডিও সাগরদ্বীপের অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করবে। রেডিও সাগরদ্বীপ শুনতে হলে গুগল পে স্টোরে গিয়ে রেডিও সাগরদ্বীপ ৯৯.২ এফ এম এ্যাপস ডাউনলোড করুন।

সম্পাদনা পর্ষদ :
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম
মোঃ হুমায়ুন কবীর সিকদার
অন্তরা তালুকদার

নির্বাহী সম্পাদক : বাসন্তি সাহা
সহযোগিতা : আফসার হোসেন, তাছনিম বিনতে মুখলিছ
তানিয়া সুলতানা সাইরিন, সাজনীন সিফাত।